প্রায় কুড়ি বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সহজ সুন্দরী' (১৯৬৫), তার দশ বছর পরে 'কবিতা পরমেশ্বরী' (১৯৭৫), 'হরিণা বৈরী'তে পৌঁছতে আরও আট বছর লাগলো। এর কারণ কিন্তু কবিতার সংখ্যা-স্বল্পতা নয়, বরং একাধারে প্রাচুর্য এবং বর্জনপ্রবণতা। দ্বিধাহীনভাবে বলতে চাই শ্রী বিরাম মুখোপাধ্যায়ের মতো একজন সম্পূর্ণত কবিতামনস্ক সাহিত্যিকের সময়োচিত গভীর আগ্রহই 'হরিণা বৈরী'কে সম্ভব করেছে। রবীন্দ্রোত্তর যুগের সব ক'জন প্রধান কবিই যাঁর নির্বাচন-নির্ভর হয়ে স্বস্তি পেয়েছেন তাঁরই বাছাই ও সজ্জাক্রম যে এই কাব্যগ্রন্থ পেল, এজন্য আমি গৌরবান্বিত।

ঋণবদ্ধ রইলাম হারিয়ে-যাওয়া ছড়িয়ে-থাকা কবিতাগুলি বহু শ্রমে একত্র করার জন্য পুত্র শ্রীমান্ সমরেন্দ্র দাসের কাছে এবং এই বইয়ের প্রকাশক, তেত্রিশ বছরের উচ্চমান ও সগৌরব ঐতিহ্যময় 'নাভানা'র সুযোগ্য পরিচালক, শ্রী কুনালকুমার রায়ের কাছেও। নিখুঁত প্রুফ দেখার জন্য কন্যাসমান শ্রীমতী মমতা চাকী ও প্রচ্ছদচিত্রের জন্য শিল্পী শ্রী চারু খানের ঋণও স্বীকার করছি।

কবিতা সিংহ

সূচিপত্র

প্রেম খুলে ফ্যালো

পাপড়ি খুলে খুলে তুমি প্রেমে এসেছিলে
এবারে খোলো হে প্রেম প্রেমের পাপড়ি
প্রেম খুলে ফ্যালো ওই হেমবর্ণ রক্তবর্ণ ঝরায় বৃক্ষেরা
ঋতু ঝরে ঋতু ঝরে, ঝ'রে যায় জন্মান্ধ দুপুর
সূর্য চোখ নষ্ট করে, নষ্ট করে দৃষ্টির স্বচ্ছতা
বিকালে তাই কি তুমি পাপড়ি খুলে প্রেমে এসেছিলে ?
এখন রাত্রি হলো খুলে ফ্যালো প্রেম
অঙ্গে অঙ্গে হেমবর্ণ অলংকার কী হবে এখন ?
এবার ফেরো হে তুমি আবরণ খুলে খুলে একা
দেখবে না আরো কোনো পাপড়ি আছে কিনা ?
কেন্দ্রে কী আছে একা ? কিছু—কেউ ?
দেখবে না ভ্রমর ?

সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত

সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত
ঠায়
সম্রাজ্ঞীর দাসত্বে তার দিন শেষ
তারপর অসম্ভব ধৈর্যে তার সারিতে দাঁড়ানো
মাথা নুইয়ে আঁচল পেতে
একটি ভাগীদারহীন রাত মজুরি নেওয়া

আর তারপর

বিস্মরণের পুকুরে হাতমুখ ধুয়ে
চোখে মুখে জল ছিটিয়ে
দাসত্বের কোটরে ধড়াচূড়া ছেড়ে রেখে
নিজের জল-হা পাটের শাড়ির গাছকোমর

আর তারও পর

মাঠের মধ্য দিয়ে তার আপন মনে
মজুরি লুফ্‌তে লুফ্‌তে চ'লে যাওয়া
সূর্যের কমলা পাফ্‌ থেকে
অবিরল রোদ্দুর

সামনে তার নিষ্পলক নিষ্পলক রাত্রি
স্মৃতির স্বাধীন শহরে তার
নিজের রাজার সঙ্গে দেখা
হাতে হাত হাতে হাত
সারারাত সারারাত সারারাত!

প্রপাত

কে তুমি ? কে ? তুমি আছো এখনো অজানা
যেতে যেতে চেনা হবে ও-বছর, না-কি কোনো
অন্য বছরে

কিছু ভালোলাগা কিছু মুগ্ধতাকে তাই
রেখে দিই সোনার আধারে !

কে তুমি ? কে ? কবে এসে হঠাৎ দাঁড়াবে—
জীবনের মধ্যখানে মেঘবৃষ্টিহীন নীলে
যেন বজ্রাঘাত—
কিছু ভয় সংশয় তাই তো রেখেছি প্রাণের গভীরে-
অন্তত রেখেছি একটি
পাথরে আবৃত ধারা নিরুদ্ধ প্রপাত ॥

এই তো এলাম

এই তো এলাম
এলাম অতর্কিতে
তোমার পায়ে হৃদয় সমর্পিতে

খসলো ভালোলাগার থেকে ভালো
বিঁধলো বুকে সঞ্চারিণী আলো
আলোর রেখা ঢেউ খেলিয়ে চলে
রক্ত থেকে রক্তে দূরগামী !

ছাখো, তোমার চরণ-ছায়ায় এসে
সহজ তানে গানের নিরুদ্দেশে
খসলো কেমন আমার থেকে আমি !

সরিয়ে ছাখো ঢেউয়ের গোছাগুলি
তলায় নয়ন স্থির ভাষাতেই আছে
ভালোবাসার চন্দনে অঙ্গুলি
তিলক দেবে তাই তো অধীর আছে !

এমনি ক'রেই প্রস্তুতিহীন এই
হঠাৎ এমন উজাড় আচম্বিতে
যখন আসে এমনি বুঝি আসে

প্রেম কি এমন ? দোলায় আমূল ভিতে !

সে

যতদিন সে ছিল ঘরে
ঘরে এবং চরাচরে
অসুখ তাকে ছুঁয়ে ছিল
সুখ না থাকার অসুখ !

একটু নাছোড় জ্বরের মতো
জ্বরের কিংবা ভরের মতো
নাড়িতে তার লেগে ছিল
ঘোর দুঃখের খানিক !

অমল ছিল দুয়ের মধ্যে
-সক্তি অনাসক্তির
যেমন ফাগুন আগুন বোশেখ
মধ্যে রাখে চত্তির

একই ডালে নতুন পাতা
একই ডালে শুকনো
অমল আমার এই-বা ভালো
এই-বা আবার রুগ্ন

এখন অমল ঘরেই আছে
ঘরে চরাচরেই আছে
অসুখ তাকে আর ছুঁয়ে নেই
আর ছুঁয়ে নেই দুঃখ
হাওয়ার সঙ্গে জলের সঙ্গে
গাছের পাতার অঙ্গে অঙ্গে
গহন এবং সূক্ষ্ম ॥

একলা আছি

একলা আছি একলা থাকার সুখে
খানিক কথা আধেক দেখা অনেকটা কৌতুকে

কথার কথা আগেই বলা ভালো
কথা তোমার মাথার পাশের ছড়িয়ে থাকা আলো

তাহার পরে দেখা
দেখার জন্য এই শহরে তোমার চরণ-রেখা
খুঁজতে খুঁজতে, দেখতে দেখতে
আঁকতে আঁকতে ছবি
বুকের পাঁজর ছাপিয়ে যে বয়
আনন্দ-জাহ্নবী

কৌতুকটি কেন ?
মাঝখানে কাঁচ জীবন বইছে দূরের দৃশ্য যেন
ছুঁই বা না ছুঁই কিন্তু পরখ জীবন খুলে ধরে—
ভিতর-বাগে কে যে কেমন অপ্রেমে অন্দরে—
দেখি তখন ভালোবাসার কিরণমাখা মুখে

চোখের সঙ্গে মেলালে চোখ প্রসন্ন কৌতুকে।

শীত

শীত ভেঙে নাও বোঁটা থেকে   শাদা দুধ

গড়ায় ধুতুরা-বাটা   গাঢ় রস শিরাময় রক্তলসিকার ধারা
বাসনার নিরুপায় স্রোত   করমচা আগুন চমকায়
ময়দানের অন্ধকার পোড়া বুক ধ'রে থাকে কমলা জিহ্বায় !

আগুনে পোড়ার গন্ধ পরিণত হেমন্তঝরনপত্র জীর্ণ স্তূপাকার
শীতে পুড়ে হিন্তালপাতার শীৎকার সারা উত্তুরে হাওয়ার
বুক ভাঙে

মাঘমণ্ডলের ব্রত করে সব সতী সীমন্তিনী

ওই প্রেমে জন্মান্ধ অচ্ছুত এক নারীকে তো কখনো দেখিনি
ধানশিষ কড়াইশুঁটির শাক কল-ওঠা বীজের সরায় মাঙ্গলিক

শরীরে ভেঙেছে শীত বোঁটা-ভাঙা বাসনা-নির্যাস
গড়ায় ধুতুরা-ধারা, শীত এক বাসনাপোড়ার মলমাস ॥

এবার কালী তোমায় খাবো

রক্ত থেকে ফেলে দাও লোহিত-লঘুতা—লোল জল
ঘিরুক তোমাকে কালো লেলিহান শিখা
আলোর অন্তিম স্মৃতি ছেড়ে যাও শাড়ির মতন
ঝাঁপাও আগুনে এই—কালো ঘোর শিখা   এই
অন্ধকারে আঁধারের শঙ্খলাগা খেলা
ক্রমশ ভিতরে যাও, কালোরও অধিকে যাও ওই ত্রিনয়নে
তারার ছিদ্র দিয়ে চ'লে যাও গূঢ়
সংকেত আঁধারে যাও সুড়ঙ্গের ভিতরে যেখানে কষহীন
অন্ধকারের রোম ত্বকে লাগে চামরে পদ্মকাঁটা ওঠে
দাঁতে লাগে অন্ধকার জিহ্বায় গলায়
গড়ায় স্রোতের মতো কালো সুরা   কৃষ্ণচৈতন্য মাখা কালো
মাংসের টুক্‌রা নখ অন্ধকার ক্রমান্বয়ে চেরে
আঁধারের রক্তে ভরে তালু ও টাগ্‌রা

কালোজবা
উদ্ভিন্ন হও হে ফুল, কালোফুল, গাঢ় অমানিশা
জারিত সঞ্চারিত রক্তে রক্তে
উদ্‌গারে উদ্‌গারে ॥

ইষ্ট

খানিক দুঃখ খানিক অশ্রু—
একটু জ্বালা অনেকটা তাপ
সব ছাড়িয়ে সব ভাসিয়ে
এই তো তোমার প্রেমের প্রতাপ!
ছড়িয়ে ডানা ক্লান্তি-রহিত
এই সৃজনের এপার ওপার
পেরিয়ে এল শুদ্ধ ঠোঁটে—
অলিভপাতার শান্তি-বাহার
রক্তে যতই ভাসিয়ে দিচ্ছি
একটি একটি অহং-নৌকা
হানছে হৃতমানের মুশল
তোমার প্রেমের নীল জলৌকা!
কাজল ঘনে শ্বেত-বলাকা
পেরিয়ে ভুবন ছাড়িয়ে সৃষ্টি
কেবল ছাখো মন্ত্রবীজে
করছে পুণ্যশ্লোকের বৃষ্টি॥

খেলা

খেলার জন্যে হোক খেলা
ভেতরে তুমিও থাকো   অন্তরে আমিও
একেলা একেলা
আপেলবাগানে শুধু স্পীন্ ওঠে টোলহীন ফলে

খেলার নিয়মে তুমি নিয়ে যাও আপেলবাগানে
খেলার নিয়মে বলো—এই হলো তোমার বাগান

আমি কি সত্যিকার আহ্লাদী ভেনাস বনে'
দাঁড়াবো তা ব'লে ?

খেলা হোক, হোক খেলা
গ্লানস্ ক'রে চালাক পৃথিবী
রিনরিন তুলে দেয়—নাড়িতে সহসা তীব্র টান
খেলার নিয়ম ভুলে অতিথিকে বানায় সন্তান ॥

একা মধ্যযাম

রাত্রিপাখি শব্দ ছোঁড়ে   ঠোঁট থেকে ঠোঁটে
নকীবে নকীবে যায়   তল্লাট তল্লাট
একা মধ্যযাম জেগে ওঠে।

মধ্যযাম   একা জেগে ওঠে

বিকালের বাক্স খুলে, সন্ধ্যার মলাট খুলে রাত্রির
ডিবার থেকে

বিশ কৌটোর থেকে   বিষকেউটের মতো খোলে খাপ

খাপের ভিতর থেকে অ-নিসর্গ আলাদা কজ্জায়
খুলে আসে মধ্যযাম   ক্ষীণ মধ্যযাম
না-মর্তে না-আকাশে ঝুলে থাকে অপার্থিব ভিন্ন সময়

সুন্দর পুরুষ আসে   স্বপ্ন গড়ানোর শব্দ হয়।

বাহান্ন ইঞ্চির শাদা চুনোটের ফুল খায় আছাড়পিছাড়
শ্মশান কাঠের গাঢ় নিরাসক্ত গলিত রজন থেকে
উঠে আসে কুণ্ডলিনী ধোঁয়া
ময়দানের পোড়া পাতে   আসক্তির ধুম্র পাঠায়

দুই বিপরীত এসে মিলে যায় অপার্থিব ক্ষীণ মধ্যযামে

সুন্দর পুরুষে মিলে যায়॥

মোড়

কে ভাঙে আপনভাবে ভিতর ভিতর
কে ভাঙে ইন্দ্রনীল থেকে ক্রমে আসমানী বিশাল
মেঘ থেকে ক্রমাগত ভেঙে যায় বৃষ্টির অঝোর
কুঁড়ি থেকে ক্রমাগত ফুল ভাঙে, রাত্রির হৃদয়
ফেটে নামে দগ্‌দগে সকাল।

প্রসঙ্গ ভাঙার, তবু সব ভেঙে ঝ'রে-যাওয়া
মূলতই জোড়

পাহাড় ভাঙলে বালি, বালি ক্রমে সমুদ্রের
আঘাতে সজোর

ক্রমশ পালল হয় ঢেউয়ের আঘাত বুকে
যেমন সমস্ত গলি ছুটে আসে ভিন্নতার থেকে
ফিরে পায় কেন্দ্রভূমি, মোড়॥

সরল দুরূহ

কত দিন ঝ'রে গেল, আমলকী করুণ মসৃণ
অব্যক্ত কত দিন, আহা, দিন এভাবেই যায়
যায় ব'লে এ জীবন এতখানি মধুর কষায়
এই বর্ণহীনতার পলেস্তরা ভেঙে দিয়ে আজ
ভিতরের সব রং কাড়ো !

কত দিন খেলাচ্ছলে মৃত্তিকায় নখ রেখে বীজ
উদ্ভিন্ন শরীর তার কীভাবে নিয়ে আর
উচ্চে তুলে ঐন্দ্রজালিক ছাখে একা   নিজেকেই অপদার্থ
ক্লীব মনে হয়

জীবনের সোঁদা গন্ধ স'রে যায় রক্ত থেকে, দুঃখী আহত
আমি একা প'ড়ে থাকি স্ট্যাচুর মতন
কামগন্ধহীন
অপমানহীন
এসো তুমি   ফাটাও অফলামাটি   ভ'রে দাও বীজ
সরষেদানার মতো তীব্র মহীরুহ
এসো তুমি   মৃত্যু কেটে   জীবনের সরল দুরূহ !

শেষ দেখা

রক্তকৌটায় রোমকূপে রোমকূপে
বিন্দু বিন্দু নৈসর্গিক স্বেদ
রক্তকৌটায় একলা গড়ায় জেনো
জীবনগল্প-শেষের পরিচ্ছেদ !
একটি শিরার এই নীল ছিন্নতা
শরীরে ঢেলেছে ঘুমের মোহিত স্বাদ
রক্তধারার আঁকাবাঁকা রেখাগুলি
দূরে নিয়ে যায় শোণিতের পরমাদ

রক্ত নামছে   শান্তি উঠছে একা
এক সিঁড়ি বেয়ে মুখোমুখি শুধু দেখা !

মনসিজ

আমার রক্তের মধ্যে কাঁচকড়া এবং প্লাস্টিক
বেশি হয়ে গেছে।
এবং অস্ত্রের মধ্যে পাকানো একুশ ফুট পোড়া গ্যাসোলিন
আমি আর স্বাধীন হবো না দূর সবুজ বনাত
যেখানে ছড়িয়ে আছে ঘাস
ভুলব না আর ওড়-কলমির শাদা মুক্তোর নোলকে
আমি আর
উড়ব না ডানা মেলে আকুল তুমুল এক কুকশিমা বীজ

আমার যা হবে তা তো কেবলি ভিতরে চুপে চুপে

মনসিজ শুধু মনসিজ ॥

শাপ

দ্যাখো, সমস্ত অরণ্য ম'রে কাঠ হয়ে আছে এই ঘরে,
ওই শানিত পালঙ্কে ওই নিশিত চেয়ারে।
তুমি বৃক্ষের কঁবরে ব'সে আছো।
এবং টেবিলে, পাথরের চোখ কাকাতুয়া
মরা পাখি ব'সে আছে মরা এক ডালে।
আর তুমি অভিশাপ কুড়াও প্রত্যহ।

কারণ সমস্ত বন তুমি একা পিটিয়ে মেরেছো।

একদিন এই কাঠ জ্যান্ত ফুল দিত,
ডুমো ডুমো কুঁড়ির ভিতরও
জেগে উঠতো সঘন জীবন।

তোমার পালঙ্ক আজ ফুলে ফুলে পুষ্পশেজ হয়ে উঠবে না।
বালিশের ভিতরের আক্রোশী শিমুল
তোমার স্বপ্নের মধ্যে ছুঁড়ে দেবে অভিশপ্ত সিল্কের লুতা,

অরণ্যের বিদেহী নিশ্বাসে
এইসব কাঠের ভিতরে তুমি ক্রমে
কাঠ হয়ে যাবে।

সমস্ত ইন্দ্রিয় থেকে ঝ'রে পড়বে ফলন-ক্ষমতা॥

জারুল

তুমি কি তোমার মধ্যে খান খান হবে একা একা ?
ভাঙবে ভিতরে শুধু, বাহিরে লুকাবে চুরমার ?
অখণ্ড আয়নার মতো তুমি একা উজ্জ্বল দাঁড়াবে ?
লুকিয়ে সমস্ত টুক্‌রা ধার
একা শুধু ধক্‌ধক্ জ্বেলে রাখবে বুকের ভিতরে
ভিতরের জ্বলন্ত অঙ্গার ? আর
বাহিরে ছড়াবে বর্ণমালা প্লাবিত কুসুমসম্ভার !

তাই কি জারুল এত মোহ পাও ? এত বিমুগ্ধতা ?
কাঠ যার সমগ্র রুক্ষতা হেনে নিয়ে আসে তুমুল সবুজ
ভায়োলেট ক্রেপগুচ্ছ মাথা তোলে ফুলের মুকুট
বুকে পোড়ে শুধু ধিকিধিকি অগ্নিল আঙুল

ফুলের ভিতরে থাকে কাঠ কাঠের ভিতরে জ্বলে ফুল !

জারুল জারুল

বৃক্ষ

বার বার বৃক্ষই কেবল
বৃক্ষই আমার কাছে ফিরে ফিরে আসে
প্রত্যয়ের মতো
এমন প্রত্যয় আর বৃক্ষশাখা ভিন্ন কোথা রাখি
বৃক্ষই আমার সব
আমার সাবেকী।

আমার জন্মের মধ্যে রয়ে গেছে তরুর ইশারা
বীজ থেকে ক্রমে আমি হাড়ে মাংসে শোণিতে মজ্জায়
চোখে কানে সঞ্চারিত হই
আমি যাই পত্রগুচ্ছের দিকে ফুলে ও পাপড়িতে যাই
বহিরঙ্গে আকাশে বাতাসে

তারপর বীজ ওড়ে আমার নিজের বীজ বাতাসে বাতাসে
আমার কথারা যায় আমি যাই ইচ্ছাগুলি যায়
সব যায় দিকে ও বিদিকে

আর তারও পর
আমি ফিরে আসি
নিজেকে সংবৃত করি সংকুচিত একেলা একাকী
বৃক্ষেরই দৃষ্টান্তে ফিরে আসি
বৃক্ষের দৃষ্টান্তে হই একা

বহিরঙ্গ ডেকে ফিরি অন্তরঙ্গে গূঢ় মৃত্তিকায়
বৃক্ষ থেকে শিখে নিই বাহিরে ভিতরে
এইসব মনোময় অঙ্গময় প্রাণময় বাঁচা।

বহুদূর যাবে ব'লে

বহুদূর যাবে ব'লে তার মাপ, ওজন, চাহিদা
বাজারে অমিল
তার জুতো অনেক মাড়াবে তাই
ফ্যান্সী হবে না!
তার হাত খস্‌খসে তৈল ছোঁয়াহীন
করমর্দনের কোনো অবকাশ নেই ব'লে দূর থেকে
তার দণ্ডবৎ!

বহুদূর যাবে ব'লে নাভি ও শ্রোণীর চার পাশে
তার কোনো ঘুরঘুরানি নেই—
কামনা এবং যৌনতা
যৌবনে সে এখনই আগাম
ত্যাগ ক'রে হেসে উঠছে একা!
কারণ সে প্রত্যক্ষ করেছে
শুক্ল কেশের সঙ্গে এরা কত হাস্যকর হয়!

বহুদূর যাবে ব'লে শেষবার গাঢ় বন্ধুতায়
দেখে নেয় শত্রুদের মুখ

এক রক্ত এক বুক এই কথা ব'লে যারা
সাম্প্রতিক আকাশ ফাটায়॥

প্রকৃতি

দরদালান ফাটিয়ে উঠে আসছে পরাস্ত প্রকৃতি
প্রকৃতির অদম্য তুমুল   সবুজে সবুজ
বেয়ে ওঠা   ছেয়ে যাওয়া !

দরদালান   চকমিলান   বড় ক্ষণিকের
বড় বেশি ঘুণপ্রবণ   বরগা খড়খড়ি কড়িকাঠ
তবুও যখন খসে
খসে পঙ্খ খসে মীনা
স্বস্তিকা পুতুল বালিকাম পাথরের শক্ত পদ্মফুল
মানুষের মাথা মনে পড়ে   মানুষের শিল্প-কাজ
মনে পড়ে শিল্পের আঙুল

দরদালানও থাকে দীর্ঘ   মানুষেরও চেয়ে দীর্ঘ
বহু শতকের পরমায়ু
তুলনায় পিঁপড়ের মতো প্রাণ নিয়ে দ্যাখো
তবুও মানুষ !

গ'ড়ে যায় থাম আর্চ কারুময় সংকেত খিলান
তবুও মানুষ,   তিরিশ চল্লিশ ষাট
অথবা পঞ্চাশ

বছরের থেকে ভেঙে সময় দিয়েছে সভ্যতাকে
নিজের প্রেমের কৌটা বিন্দু বিন্দু ঢেলেছে দালানে
প্রকৃতি ভেঙেছে শুধু গ'ড়ে নিতে নিজের প্রকৃতি ॥

শনি

এসো তুমি মধ্যরাত্রে ছায়া
তোমার সঙ্গে, সূর্যরমনের চিহ্ন   নীল একা শনৈশ্চর

চতুর্দিকে ঘুরে থাক ত্রি-বর্তুল কায়া

এসো তুমি মধ্যরাত্রে ছায়া
বিবর্ণ, আমার অবিকল
সারাদিন সৌর-সংবাহন থেকে স'রে এসে রাতে—
সমস্ত মানস থেকে কার জন্ম, একা ত্রি-বর্তুল
কার জন্ম মনের ভিতর থেকে অতিবৃদ্ধ নীল সমগ্র সভ্যতা বোধি

মধ্যরাত্রে একা
আমার ভিতর থেকে জন্ম নেয় প্রবুদ্ধ ভাবনা ॥

রাহু

ওই সেই অর্ধকায় বঞ্চিত পুরুষ
সমগ্র মাথায় যার পাক খায় স্বর্গের অমৃত

একা একা বেঁচে থাকে কেবল মাথায় !

ওই তার দীর্ঘ ঘোর অসুখী প্রচ্ছায়া
প্রচ্ছায়ার সমস্ত ভিতরে ঘোরে ছায়া শঙ্কুময়
চাঁদ খায়   সূর্য খায়   সর্বভুক   বিষণ্ণ নির্বাহু
রাহু

হায়, এত প্রবঞ্চনা, হায়, এত পাপ
সব ক্রমে চাপা পড়ে স্বর্গময় গানে
ওষ্ঠপুট থেকে তার লুঠ হয় অমৃত-কলস !
রক্ষক ভক্ষক হয়   নারায়ণ, হায়, নারায়ণ
প্রিয়েরো প্রিয় যে, এসে শিয়রে যে শমন দাঁড়ায় !

সেই অবিনাশী দ্বেষ খুলে দেয় নিহিত যন্ত্রণা
অঙ্গের অনঙ্গ রোধ ক'রে বাঁচে রুদ্রের তনয়
কেবল মস্তিস্কে তার ক্রোধ জমে   ক্রোধের প্রণয়

আলিঙ্গনহীন তার চুম্বন কামড় হয়, সূর্য চাঁদ
কণ্ঠে বেঁধে—নষ্ট পরমায়ু
জ্বলন্ত কর্কটে ক্রমে জ্ব'লে পুড়ে খাক্ হয়   রাহু !

চরিত্রের হীরা

চোখ থেকে ক্রমাগত খ'সে যায়
যা-কিছু নয়ন নয় দৃষ্টি নয় যা-কিছু অসার—
ঠোঁট থেকে খ'সে যায়, যা-কিছু বলার'মতো নয়
কথা নয়, শব্দ নয়, চুমু নয়, মনের আসল
বুক থেকে খ'সে যায়, যা-কিছু নিজের নয়
প্রেম নয়, শান্তি নয়, নিজের আপন কিছু নয়
যেভাবে ফুলের থেকে যথার্থ সময় হলে
খ'সে যায় ফুলেরও আসল যারা নয়
খ'সে যায় রঙিন পাপড়ি
ওই একই খসার আদলে
আমার মুখের 'পরে ফিরে এসো বেদনার রেখা
জন্ম-জন্মান্তর ভেদ ক'রে ফিরে এসো
দুঃখ বঞ্চনা ভেঙে, তীব্র অপমান ভেঙে
ফিরে এসো কালো চুল ভেঙে শুক্ল পবিত্রতা
এখন রূপের কাঁচ যৌবনের অগ্নিশিখা ফেলে

তুলে নিতে চাই আমি চরিত্রের হীরা॥

তফাৎ

ভোরের জন্যে অপেক্ষা তার
রাত্রি ভোর,
ভোরের জন্যে অন্ধকারের গুচ্ছফুল
বাঁধবো তোড়ায়
তাই ছ্যাখো-না রৌদ্র ভোর !

এই সোনালী সুতোয় ঘেরা রাত্রিফুল
রাত্রিফুলের গুচ্ছে দোলে বিন্দু ওই
রক্তফোঁটা কুঁড়ির মধ্যে ওই দোত্বল।

ভোরের জন্যে সে বেঁধেছে রাত্রিসুর
রাত্রিসুরে এখন ছ্যাখো সূর্যোদয়
ভৈরবীতে আজ প্রভাতে বদলে যায়
মাঝরাতে যা গান হয়েছে চন্দ্রকোশ !

রাত্রিই তো ভোর হয়ে যায়, ভোরই রাত—
সূর্য থাকা বা না থাকা—এই তফাৎ !

শেষ আমলকী

শেষ আমলকীখানি রেখে গেছে
রেখে গেছে চৌকাঠের পাশে
হাতে দেয়নি সে

কারণ দেওয়ার মধ্যে দান থাকে
দানেরও যে অহমিকা থাকে
তাই তার নিবেদন রেখে গেছে নম্র নিরুচ্চার
কোমল সবুজ অভিরাম
শেষ আমলকী !

ভিন্ন উদ্দীপনা

কোনো জয়ের পরেও—উৎসব কোরো না।
খুলো না উপঢৌকনের কারুময় অমল মঞ্জুষা
বরং রক্ত ছড়ে দূর্বা পিষে শুক্ল পাট বাঁধো
বরং জয়োল্লাস থেকে স'রে নির্জনে কোথাও
প্রাচীন সমাধি থেকে খুঁজে নাও ভিন্ন উদ্দীপনা।

তোমার উৎসব এই নিজের ধরনে
করতলে অমনি রেখার দায়, ললাট-লিপিকা
নিয়ে তুমি জন্মেছিলে দুঃখের আত্মজা।
তোমার জয়ের পরে উৎসব সহ্য হবে না
উপঢৌকনের কৌটা, খুলে ফেললে
বিশ কৌটা, কৌটার ভিতর খালি শূন্য কৌটা
কৌটা ফিরে ফিরে

সকলেই স্বর্ণচ্ছদে কেয়ূর কঙ্কণে
রাজছত্রে প্রস্থান করে না।
তোমার জয়ের পর প্রকৃত বিজয় কি না
অপেক্ষাই অন্তিম নিয়তি।
প্রাচীন সমাধি থেকে খুঁজে নাও
ভিন্ন উদ্দীপনা॥

গর্জন সত্তর

পিস্তল ধ্বনিত করলো তাদের ছুট—
দূর থেকে শোনা যাচ্ছে সেই অশ্বক্ষুরধ্বনি
থরথর কেঁপে উঠছে চারদিক
ছুটে আসছে অগুন্‌তি বর্ণময় অশ্বারোহী
গর্জন সত্তর !
ঘাড় বেঁকে আছে রোখা ঘোড়ার—
টগবগ করছে রক্ত
কেশর কাঁপছে রাগে
অভিমানী নাসায় ফুঁসছে আগুন
থরথর কেঁপে উঠছে মাটি—
আমি, গর্জন সত্তরের অগুন্‌তি অশ্বারোহীর উল্লাস
শুনতে পাচ্ছি !

তাচ্ছিল্যের হার্ডল ভাঙছে ক্রমাগত—
উল্টে ফেলছে অবহেলার খুঁটি—
উপড়ে দিচ্ছে উইয়ে-ধরা স্বপ্রোথিত জয়স্তম্ভ
গর্জন সত্তরের অশ্বারোহী !

তারা নকল ইতিহাসকে ভাঙতে আসছে

বাতাসে উড়ছে ফুল্‌কি, হাওয়ায় দহনের সোঁদা গন্ধ—

শুক্‌নো পাতার ওপর দিয়ে তারা চালিয়ে দিচ্ছে লাল ঘোড়া
সরসর ক'রে আগুন এগোচ্ছে...
গর্জন সত্তর আসছে অন্ধ পাহাড় গুঁড়িয়ে
বধির নদীর স্থগিত কূল ছাপিয়ে

হো হো ক'রে হেসে উঠছে, সব মন্দিরের দরোজা হাট ক'রে দিয়ে
ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে শুধু সাজানো মুখোশ
ছুটে আসছে
তুরন্ত অশ্বে আমার জ্বলন্ত অশ্বারোহীরা

ক্ষুরের আঘাতে ভাঙছে পদ্মভোজীর ডেরা
বাস্তুঘুঘুর ঘুম

ফাল ফাল ক'রে ছিঁড়ে দিচ্ছে মুখোশ
খুলে আনছে বিদেশী মার্ক
বালিশ ফাটিয়ে বের করছে স্মাগলড্ ডলার

সাবাস ! আমার স্বপ্নের অশ্বারোহীরা
খান খান ভেঙে দিচ্ছে সমস্ত যৌন-টোটেম
কবিতায় রমণী ব্যবসা !

র‍্যাঁবো ভেরলেন শার্ল বোদলেয়ার কাঁচিকাটা ক'রে
ফেলে দিয়ে বাতিল পুরোনো সব অনুবাদ গন্ধলাগা গলিত দর্শন
ছুটে আসছে গর্জন সত্তর
রমণীকে একভাবে কার্ডবোর্ড ছবির মতো
নীল-ছবি পোস্টকার্ডে
যারা দেখবে না

চতুর্মাত্রিক তাকে সম্পূর্ণ দেখাবে, তারা আসছে
অন্তরে বাহিরে এক, নতুন দর্শন নিয়ে
পথ কেটে চ'লে যাচ্ছে অদ্ভুত সত্তর

পিস্তল ধ্বনিত করলো সেই তীব্র ছুট—

পথের বাঁকের দিকে কীভাবে নিমেষহীন চেয়ে !

ছাখো থরথর কেঁপে উঠছে ভূধর

অশ্ব হ্রেষা, ল্যাজের চামর আপ্‌সানি
রেকাব উষ্ণীষ থেকে ঠিকরে পড়ছে জ্যোতি
যে-কোনো মুহূর্তে আমি দেখতে পাবো
সেইসব মুখ, সরল কোমল রেখাহীন গর্জন সত্তর !

হরিণা বৈরী

অঘোর গৈরী পথ   বৈরাগিনী
পথ না আগুন নদী   ক্রূর-গামিনী
পোড়ে চুল জ্বলে ত্বক
নাঙা পদ ধক্‌ধক্‌
জানে না সে ঘোরে ক্রোধ   লোভী কামিনী
শাঁখিনী হাকিনী ধায়   খরডাকিনী
কোথা রে হরিণ তুই চিন্তামণি ?
বৈরী আপনা মাসে তোর হরিণী !

হরিণী না জানে ঘর কোথা রে হরিণ ?
একতারা হয়ে যায় তার ছিঁড়ে বীণ্‌
শিখা খায় লক্‌লক্‌
আগুনে আহুতি হোক
চোখ নাক স্তন ত্বক মাংসের ঋণ
বৈরী আপনা মাসে হরিণা অচিন্‌

একেলা নিলয় খোঁজে কোথা রে হরিণ ?

মহাশ্বেতা

(মহাশ্বেতা দেবীকে)

অগ্নিরও অন্তিম রূপ শ্বেত
রক্ত কমলা কিংবা অতসী বর্ণের নয় জিহ্বা করাল
সিন্দুর অগ্নিল কিংবা আতপ্ত কাঞ্চন
অতবেশি অগ্নি-ভীষণ ?
যেখানে অগ্নির কোনো চঞ্চলতা নেই
শুভ্রতার ভিতরে শুভ্রতা
যেখানে ফারেনহিট ছেড়ে দেয় সমস্ত মাপন
কুনকে ডোবালে ওঠে এক এক রাণীর মোহর
সেখানে তোমার স্থির ঘর
কে যাবে সেখানে নারী ? ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফেলে ?
তুমি কেন তিনশ’ বছর আগে
এই ভুল পৃথিবীতে এলে ?

রাজলক্ষ্মী

(রাজলক্ষ্মী দেবীকে)

ব'সে আছো ?
জ্যোৎস্নায় নিকানো ঘর, কিছু নেই চাঁদ এক জ্বেলেছো শিয়রে
ব'সে আছো ? একদিকে পরিপূর্ণ
আবার উজাড়

এভাবেই তুমি শুধু পারো সব দিতে
সব দেওয়া সকলের সাধ্য নয় জ্যোৎস্নার ভিতরও
বিনিময়ে অবিশ্বাসী, তাই তুমি একা দেউলিয়া

ব'সে আছো !
যেখানে মানুষী আর নুইতে পারে না ভেঙে পড়ে
সেখানেই দেবী ক্রমে ধীরে ধীরে প্রণতি শেখান
কীভাবে বা সমর্পণ ? কাকে সব·দিয়ে দেওয়া বলে ?
যে-কোনো বৃক্ষের থেকে জন্ম জাদু শিখে নিলে কবে রাজেন্দ্রাণী ?
একটি বৃক্ষের থেকে খুলে যায় লাখ লাখ গাছ
একটি দুয়ার ক্রমে খুলে যায় দুয়ারে দুয়ারে

তুমি একা ব'সে থাকো, কালন্তর পিছলে যায় কেশে
লুটানো আঁচলে চাঁদ একা একা জ্যোৎস্না জোয়ার !
ব'সে থাকো, পূর্ণতা ফিনিক্ দেয়, রক্তলেখা দেয় ঘোর চাড়
যাকে বলে পূর্ণতা তারই নাম দিয়েছো উজাড় ॥

রাজেশ্বরী নাগমণিকে নিবেদিত

আজীবন লজ্জা ঢেকে দেবে ব'লে তার সেই একান্ত পুরুষ
নগ্ন ওই দময়ন্তী, ফেলে গেল পথের ধূলায়
রক্ষকের হাতে খুন   বিশ্বাসের হাতে খুন
ভাগ্যে তোর ছিল রাজেন্দ্রাণী
আহা তোর সব লজ্জা ঢেকে দিল দয়াময় ডোম !

মাথার ভিতরে এক ক্রুদ্ধ ভ্রমর তার তীব্র হুলে ওই ছবি
ওই তোর পথের শায়িত মৃতদেহ !
কীভাবে তক্ষিত করে, কীভাবে বেঁধায়   ওই মুখ
ও তো তোর মুখ নয় কেবল একার !

পুরুষ সর্বস্ব চায় নিজের কবলে, নিচে, পক্ষপুটে
শাখার তলায়

শৃগাল যেভাবে চায় সমস্ত নাগাল, দূর
সপ্রতিভ রসাল দ্রাক্ষার !

কীটেরা যেভাবে চায় দষ্ট ক'রে দিতে সব
অর্জিত প্রজ্ঞান।

অজেয় শিখরগুলি আহা তার করুণ বামন ঘুম
বড় নষ্ট করে
অদেখা অরণ্যগুলি, আহা তার স্বল্প হিসাবে মাপে
এনে দেয় রূঢ় বিশৃঙ্খলা !

পথ আরো আছে অন্যদিকে

যোনি স্তন সর্বস্ব সুখের, ঘুমের এক মাংসের আওটিতে গড়া
দারুণ পিচ্ছিল।

যদি ফের জন্ম হয় এইবার ওই পথ তোর
পথ এই অন্যদিকে সুখের পতাকা বেঁধা নিশ্চিন্ত মাংসল
ভ্রূণাবস্থায় নিজে, নিজের নারীত্ব থেকে ছিন্ন হওয়া
তোমার নিদান

ফেরো এক লিঙ্গহীন বস্তুর জাঙালে।

নাহ'লে পুরানো পথ ব্রাত্য যাত্রা একাকী ভয়াল
নাহ'লে নিয়তি আছে সেই এক অমোঘ হত্যার ক্রূর হাত

যার নাম হন্তারক, যার নাম হিংস্র পুরুষ॥

সুশিক্ষিতা রাজেশ্বরী নাগমণিকে বিষ ইনজেকসনে
নিহত ক'রে উলঙ্গ অবস্থায় পথে ফেলে দেওয়া হয়।

তখনই প্রসন্নতা

(শংকর চট্টোপাধ্যায় স্মরণে)

প্রসন্ন প্রফুল্ল জবা   সঘন রক্তিম !

রাজপথ, ভিড় থেকে স'রে এলে স্বরাট স্বাধীন
সিল্কের মতন চুলে লুটোপুটি খেলে যাচ্ছে হাওয়া
একা একা মেঠো আলে দারুণ মেজাজে হেঁটে যাওয়া

যাকে যা মানায় !

এই ছাখো বুকে দুঃখ   তবু ছাখো কত ভালো আছি
বলে সে,   হা হা হা   হাওয়া খৈ ফুল   খৈ ফুল
একা একা চ'লে যেত, কাঁচা পথে নিচু আলো   অন্ধকারে গাঢ় ডুবে যাওয়া
নির্বন্ধু কুটিরে !
বন্ধু আছো হে ব'লে দরজা নেড়ে বাঁচাতো মানুষ
নির্বাসন ফেলে দিয়ে লুফে আনতো বাঁচার বাসনা !

সে জানতো কোন ঠিক চেয়ারের গদি স্থায়ী খুব
কোন স্প্রিং ভালো

তাই সে নিয়েছে বেছে আমাদের হৃদয়-আসন ॥

দেবব্রত বিশ্বাস

দেবব্রত বিশ্বাস!
আপনার সঙ্গে কবে আমার প্রথম চেনা হ'ল
কবে?
যেদিন ভীষণ দুঃখের ভিতর
এক রৌদ্রহীন বর্ণহীন ভোরে
বিনিদ্র রাত্রির পর জেগে উঠে
মনে হ'ল
কোনো মানে নেই—
কোনো অর্থ নেই বেঁচে থাকার
পৃথিবীতে আলো নেই হাসি নেই বন্ধুতা নেই
সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র চোখে
যে-অন্ধকারের পাথরে মাথা খুঁড়েছি—
নখ দিয়ে ছিঁড়তে চেয়েছি যে গাঢ় কালো
সকালের সমস্ত গায়ে
তারই শুকনো ছড়, কালশিটে রক্তের দাগ
লেগে আছে
আমি ঈশ্বরহীন
ব্রতহীন
বিশ্বাসহীন এক অচ্ছ্যুত মানুষ
আমি চূর্ণ বিচূর্ণ
বড় একা

তখন ভাঙা ট্রানজিসটারে
পুরোনো ব্যাটারির অসহযোগিতা সত্ত্বেও
একটি সুর
একটি মূর্ছনা

কিছু বাণী
আমার কাছে পৌঁছেছিল
যেভাবে ফাঁসির সেলে পৌঁছোয় আলোর একটি কিরণ
বাতাসের একটি তরঙ্গ
যেভাবে ক্ষুধার্তের কাছে পৌঁছোয়
রুটির প্রথম টুকরো
তৃষ্ণা-ফাটা মানুষের কাছে
জলপাত্র—
আমি কতবার শুনেছি, কতবার।
কিন্তু সেদিন
সেই হতাশার দীর্ঘ অন্ধকার গুহায় একা
শুনলাম
বুঝলাম
দেখতে পেলাম
আকাশ, সমস্ত আকাশ কীভাবে খচিত হয়ে যাচ্ছে
সূর্য তারায়
দেখতে পেলাম অজস্র তারকাকণায় খচিত—
নীহারিকাপুঞ্জ
ঘুরে উঠছে আকাশ পারেরও মহাকাশে
ছিটিয়ে দিচ্ছে অজস্র নতুন তারা নতুন প্রাণ
নতুন নতুন ভুবন
দেখতে পেলাম সমস্ত প্রপঞ্চ জুড়ে পুঞ্জে পুঞ্জে
স্তরে স্তরে বিথরে সজ্জিত—
প্রাণ, প্রাণ, বিশ্বভরা প্রাণপুঞ্জ
আমার বিবর্ণ সকালের
পাংশু পাথর থেকে
করুণা গড়িয়ে পড়ল
আমি দেখলাম আমার বেদনা বদলে যাচ্ছে আনন্দে

আমার দুঃখ মথিত ক'রে উঠছে বিপুল সুখ
আমার কান্না থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে হাসির হীরকদীপ্তি
আমার সমস্ত অপমান সম্মানিত হয়ে উঠছে
ভিতর ভিতর—
যন্ত্রণা কারুকার্যে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে
সুন্দর ক'রে দিচ্ছে আমার অভ্যন্তর—
জীবনকে
যেভাবে পেয়েছি সেভাবেই তো নিতে হবে
নেবো!
এই বেরঙা ভোরকে ভেঙে তুলে আনবো
সাত রঙের আলো
এই অন্ধকারের নদীতেই ভাসিয়ে দেব
ভালোবাসার মান্দাস
যারা আমাকে এত যন্ত্রণা দিয়েছে আমি তাদের দিকেই
ছুটে যাবো
যে-সুর আমাকে দেখিয়েছে
যে-সুর অন্ধকার থেকে দৌড় করিয়ে নিয়ে গেছে
আমায় আলোর দিকে, মানুষের দিকে,
সে-সুর বিস্ময়ে জাগিয়ে দিয়েছে আমার প্রাণ
সেই সুরই আমাকে সেই ভোরে
সেই বিবর্ণ অপমানক্লান্ত সকালে
একে একে
ফিরিয়ে দিয়েছিল আমার আরাধ্য আমার দেবতা
আমার কর্ম—আমার ব্রত
আমার সম্বল—আমার বিশ্বাস।
দেবব্রত বিশ্বাস
সেইদিন থেকেই আপনার সঙ্গে আমার চেনা।

একদিন যখন পৃথিবী পেরিয়ে যাবে অনেকগুলো
সংক্রান্তি—
যেদিন এই সময়ের সব হাহুতাশ ঘূর্ণি
ঈর্ষার.ধূম্র অহমিকার মালিন্য ধুয়ে যাবে
অপমানের বর্শায় জমবে মরচে
সমালোচনার নিউজপ্রিন্ট যাবে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে
যেদিন আপনি মিশবেন ধূলায়
আমরাও যাব সেই ধূলায়
সেদিনও
সেদিনও, দেবব্রত বিশ্বাস,
এক বিবর্ণ ভোরে
মরবার ইচ্ছে নিয়ে জেগে উঠবে একটি মানুষ
প্রেমহীন প্রীতিহীন বন্ধুবিহীন এক দুঃসময়ে
আর তার সেই অন্ধ গুহায়
একটি কিরণ—
একটু হাওয়া
একপাত্র জল
একটুকরো রুটির মতো—
ছুটে আসবে আপনার সুর
আপনার কণ্ঠ
আপনার মূর্ছনা—
ধ'রে ফেলবে তার শিরা ছিন্ন করতে যাওয়া হত্যার হাত

বলবে, বাঁচো বাঁচো
দেখছ না আমি এত সয়ে এত যন্ত্রণা পেয়েও
কীভাবে বেঁচে আছি ?
দেখছ না ?
আকাশভরা সূর্যতারা—বিশ্বভরা প্রাণ—

সেইদিন মানুষ জানবে
যিনি গানের ভিতর দিয়ে ছবি আঁকতে পারেন
ছবির ফ্রেম কাটিয়ে নিয়ে যেতে পারেন
দর্শনের গভীর জগতে
জীবিত কালেই যিনি উপকথার আশ্চর্য সম্রাট
তাঁর নাম ছিল—
তাঁর নাম আবহমান দেবব্রত বিশ্বাস ॥

শক্তি

কিছুটা তরল পাত্রে, কিছু ঠোঁটে, কিছু চোখে লেগে
চক্‌চকে তরল
ও কি রাগ ? অভিমান ? কবির গোঁয়ার্তুমি ?
কিংবা স্রেফ কিছু লোনা জল !
চোখে দোলে, দোলে চোখে স্বপ্নের অতল
মধ্যরাত দুলে ওঠে, হাতড়ায়, গলির সরল
বন্ধ দরোজা ধ'রে ভুল ক'রে ডেকে ওঠে
অমল ! অমল !

কে বোঝে এ ভালোবাসা ? কে বোঝে এ দুঃখের বিরল
কে বোঝে কখন ফুল ঝ'রে যায়—রেখে যায় বৃতি
ময়লা নোট ঠিকানা চিরকুট চেক্ বাতিল এবং মোড়া বিল
তারি সঙ্গে রাখো কার অযতন যত্ন কিছু স্মৃতি

কে বোঝে মাছির কীর্তি ভন্‌ভন্ ঘন আঁস্তাকুড়
মধ্যরাতে তুমি ঘোরো, আর ঘোরে ধর্মের কুকুর
জিরাফ গ্রীবায় কাঁপে শহরের দীর্ঘ মৃত আলো !

চরিত্র ফিরিয়ে ঐ সার সার কারা দাঁত মাজে।
বেসিনে ঝলকায় শাদা   জীবনের শাদা চীনেমাটি

বৌ খুব রাগ করে স্লিপিং-স্যুটের ভাঁজ
আড়মোড়ায় নষ্ট হয়ে গেলে
তোমার পিতার মৃত্যু তারা কি জেনেছে   সেই লোক ?
কীভাবে দু'পাশে রগে ফুলে' ছিল রক্তশিরা জোঁক ?
কীভাবে মদে ও রক্তে ঘটেছিল ঈশ্বর দর্শন ?

হাসো একা, মধ্যরাতে কোথা তুই ?

অমল ! অমল !

ভিজে ঠোঁটে পান করো স্রেফ গঙ্গাজল

মদ ভেবে একা একা খালাসিটোলায় ॥

আন্তিগোনে

(কেয়া চক্রবর্তীকে)

একটি সতেরো বছরের মেয়ের পায়ের তলায়
লুটিয়ে পড়তে পারে না একবার   একবারো
তাবৎ সংসার ?

শূকরী পালের মতো মুখাবয়বহীন রমণীর অপ্রয়োজন ?
ঘাড় ধ'রে নিয়ে এসে,—অবশ্য স্তন ও উদর ছাড়া
যদি থাকে অতিরিক্ত ঘাড়

একবার, শুধু একবার
চুম্বন করাতে চাই আন্তিগোনে
তোমার ওই কলাপাতারঙ্ পোশাকের পুণ্য প্রান্তদেশ !

আন্তিগোনে ? তুমি কি জানতে পেরেছিলে ?
না না আন্তিগোনে, ওরা, পুরুষেরা, মনে মনে
সমস্ত, সবাই হিসেবী ক্রেয়ন ওরা

তাবৎ সংসার শুধু অলীক আঠায় জোড়া দিতে চায়
আমি চাই কেবল তোমার আত্মা যা চায় !   যা চায় !
আন্তিগোনে !

আমি ওই সর্বগ্রাসী লোভী মেয়েদের
যাদের সমস্ত চাই, সব চাই, সতীত্ব এবং পরকীয়া
একসঙ্গে সতীচ্ছদ, এবং রমণ, এমন কি বাৎসায়নও যাদের বিধান দেন

দিনে সতী রজনীতে বেশ্যা বনে' যেতে (ইতিগজঃ স্বামীর সকাশে)

আন্তিগোনে !
তুমি কেন সতেরো বছরে তবে জেনে গেলে
ওইসব শূকরীরা মনোমতো রান্নাঘর, সমর্থ পুরুষ আর

স্তনের দুধের শারীর যন্ত্রণা ভার কমাবার মতো শিশু পেলে
থামাবেই সমস্ত চিৎকার, শুধু রেখে দিয়ে তার আদি খুনসুটি ?

আন্তিগোনে ! তুমি কেন সতেরো বছরে জানতে পেরেছিলে সব ?
লোভ এক ছুরি—লোভী হতে নেই—লোভ কুটিকুটি সব দাঁতে কাটে
জন্মদিনের বড় নিটোল চাঁদের মতো কেক্
সে কেবল খণ্ড খণ্ড করে।
সমস্ত পুরুষ করে জননী-গমন, শুধু স্বীকারোক্তি করে ইডিপাস ?
তাই আন্তিগোনে, অত সকাল সকাল, কিংবা সকালেরও আগে
নাকি রাতে ? নাকি জন্মের সময়—নাকি পিতার জ্যোতির্ময়
ঔরসেই ভাসমান ব'সে

তুমি বুকে রেখেছিলে মৃত্যুবীজ তীব্র সহজাত ?
যেভাবে, স্বভাবে, বুকের ভিতর বয়, মিথ্যার যন্ত্রণা কিছু
স্বতন্ত্র ঝিনুক !

আন্তিগোনে !
তোমার উন্নত বুকে ঈশ্বরেরো ছিল আয়োজন
তোমার বস্তির সুগঠনে থেবাই-এর অনাগত নৃপতির
প্রথম দোলনা !
তবু তুমি ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলে দুধের ধারার সেই নিঃসরণ-সুখ
প্রসবের দুষ্প্রাপ্য আস্বাদ
কারণ তুমি যে ওই সতেরোর ভীষণ সকালে
জেনেছিলে সত্যিকার কিছু পেলে কিছু,—কিছু তো ছাড়তেই হয়
মাংস ও শরীর।

আন্তিগোনে, পৃথিবীর সমস্ত পুরুষ করে মাতৃ-গমন
স্বীকার সাহস রাখে শুধু ইডিপাস
আর একমাত্র সেই ইডিপাসই
জন্ম দিতে জানে তোকে, তোকে আন্তিগোনে !

তার কণ্ঠ শুনে

এইমাত্র কেয়া এল
শব্দ মুঠো হয়ে হয়ে উঠছে কুঁড়ির কাঠিন্যে
কেয়া ঘুরে উঠতে লাগলো
যন্ত্রের চুম্বক অণুতে অণুতে ঘর্ষণে
এইমাত্র কেয়া
ঝড়ের ডানায় দু-পা রেখে
বাতাসের ঘাড় মুচড়ে ধ'রে
কখনো কেঁদে কখনো হেসে
বিদ্রুপে লজ্জায় ভালোবাসায় ঘৃণায়
উপহাসে, প্রতিবাদে
আছড়ে পড়ে হাসিতে কান্নায়
এইমাত্র কেয়া এসেছিল, কেয়া এলো
কেয়া এসে ক্রমশ জ্বাললো
সমস্ত সুইচ যত স্নায়ুতে স্নায়ুতে গাঁথা ছিল

এইমাত্র কেয়া এলো
খুলে গেল অশ্রুফোঁটাভরা
সব রুদ্ধ জলের স্লুইশ ॥

অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে কেয়া
চক্রবর্তীর মৃত্যু-বার্ষিকীতে তার কণ্ঠ শুনে ।